দৈনিক বাংলা

13

তারিখ 22 JUL 1992
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৮ ...

ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের সঙ্গে বৈঠক

সন্ত্রাস বন্ধে সব ছাত্র এক হওঃ খালেদা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং আটটি ছাত্র সংগঠনের সম্মিলিত জোট গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন।

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সন্ত্রাস বন্ধে সকল ছাত্র সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। আর এ জন্যে সর্বাগে প্রয়োজন সন্ত্রাস নির্মূল করা।

আটটি ছাত্র সংগঠনের জোট গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মত বিনিময় করতে এলে তিনি তাঁদের উদ্দেশে এ আহ্বান জানান।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ বর্তমান ছাত্র রাজনীতি, সন্ত্রাস এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে খোলা মেলা আলোচনা করেন। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ জন ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে ইসলামী ছাত্র শিবির দায়েরকৃত মামলা সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী মনোযোগ দিয়ে তাদের বক্তব্য শোনেন এবং আইনের শাসনের প্রতি সকলকে সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানান। সভায় শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দীন সরকার এবং ডাকসু ভিপি আমানউল্লাহ আমান এমপি উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন ঃ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে। এখন ছাত্রদের সন্ত্রাস নির্মূলে ঐক্যবদ্ধ এবং সমন্বিত কর্মসূচী নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ছাত্র সংগঠনগুলোকে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সন্ত্রাস নির্মূলের প্রক্রিয়া বের করার আহবান জানান। তিনি বলেনঃ এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে সব রকম সহযোগিতা করা হবে।

(৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

সন্ত্রাস বন্ধে সব ছাত্র এক হওঃ খালেদা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বেগম খালেদা জিয়া বলেন ঃ আমরা চাই প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসুক। ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় নিবেদিত হোক। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা করবে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সার্কভুক্ত দেশগুলোতে শিক্ষা-সফরে পাঠানো হবে এবং তাদের জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে।

ছাত্র নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে তিনি আরো বলেনঃ তোমরা কারো রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ো না। ছাত্রকল্যাণে ছাত্র রাজনীতিকে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেনঃ হলে কোন অবৈধ ব্যক্তিকে আশ্রয় দিও না; তাহলেই অবৈধ অস্ত্রের আমদানি বন্ধ হবে এবং ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ ও শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করছে।

সভায় ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সভাপতি রিজভী আহমদ, সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস আলী, খায়রুল কবীর খোকন, নাজিমউদ্দীন আলম এবং ফজলুল হক মিলন উপস্থিত ছিলেন।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ (মো-বি) সভাপতি মোখলেছুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বিটুল, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শহীদুর ইসলাম লিটন ও সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি নূর আহমদ বকুল ও সাধারণ সম্পাদক রাগীব আহসান মুন্না, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি বেলাল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি বিধান চন্দ্র রায়, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি আহাদ আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক উদয় পাল এবং ছাত্রলীগ (বাসদ) সভাপতি আবদুস সাত্তার খান।